যুগান্তর

তারিখ ... ১৩/৪/০৯
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ .....

আতাথর

যুগান্তর-ক্যামব্রিয়ান কলেজ দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাস কর্মসূচির উদ্বোধন

তিন বছরে ১৬ হাজার মাধ্যমিক স্কুলে ডিজিটাল ক্যাম্পাস : যাত্রা শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, এতদিন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলাম, তথ্যপ্রযুক্তিকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা চিন্তা করছিলাম সেই কাজটিই আজ শুরু করেছে দৈনিক যুগান্তর ও ক্যামব্রিয়ান কলেজ। এটি নিঃসন্দেহে একটি বিশাল কাজ। প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং এক বিশাল কর্মপরিকল্পনা। বিজ্ঞানকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এটি একটি সুন্দর সূচনা। তিনি তিন বছরব্যাপী দেশের ১৬ হাজার মাধ্যমিক স্কুলে ডিজিটাল ক্যাম্পাস কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, গতানুগতিক ও সেকেলে শিক্ষা কারিকুলামের পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বুধবার যুগান্তর-ক্যামব্রিয়ান কলেজ দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাস কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে এসব কথা বলেন।

'বিজ্ঞানমনস্ক হও এগিয়ে যাও'— এই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাস গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার ল্যাবের মাধ্যমে দেশব্যাপী এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম ছয় মাস দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের সব মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ডিজিটাল : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৩

ডিজিটাল : মাধ্যমিক স্কুলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও ইন্টারনেটসহ প্রযুক্তিগত ধারণা দেয়া হবে। যাতে করে তাদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি পায়। গতকাল এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে সকালে হোটেল শেরাটনের বলরুমে আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দৈনিক যুগান্তর সম্পাদক ও প্রকাশক অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সাবেক মন্ত্রী এ কৃষ্ণ পাইস, ঢাকায় নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত চেলারামপুল থানচি, জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এআর খান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদ, কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আতিয়ার রহমান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম, অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ তপনকান্তি সরকার, ক্যামব্রিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ করুণাময় গোস্বামী ও যুগান্তরের নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুগান্তরের উপ-সম্পাদক আবু হাসান শাহরিয়ার। অনুষ্ঠানে ক্যামব্রিয়ান কলেজের চেয়ারম্যান লায়ন এআর বাশার ডিজিটাল ক্যাম্পাস কর্মসূচি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাসের ধারণা তুলে ধরেন যুগান্তরের আইটি ইনচার্জ তরিক রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যুগান্তর স্বজন সমাবেশের বিভাগীয় প্রধান সিরাজুল ইসলাম আবেদ।

গতকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ক্যামব্রিয়ান স্কুল, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ল্যাপটপে ব্রাউজ করে নিজেদের ইন্টারনেটের জগতে নিয়ে যান। এ সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আজ যে কর্মসূচির সূচনা হচ্ছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি একদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক, অন্যদিকে একটি কাজের ধারা সৃষ্টি করে দিচ্ছে। আজকের যুগের সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান। কারণ বিজ্ঞান ছাড়া কোন দেশই এগুতে পারে না। তিনি বলেন, এরকম একটি বিষয়ে আমরা আমাদের দেশকে যুক্ত করতে না পারলে অনেক পিছিয়ে পড়ব। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা চেয়েছিলাম নবম ও দশম শ্রেণীতে কম্পিউটার বাধ্যতামূলক করতে। কিন্তু সেটি করা বেশ কঠিন। কারণ এতে অনেক বাধা রয়েছে। আমাদের যে বাজেট তাতে এ মুহূর্তেই আমরা সেটি করতে পারব না। আর বাস কিনে তাতে কম্পিউটার প্রযুক্তি নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় স্কুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা বছরে অন্তত একটা-দুইটা স্কুলে যেতে পারব। তিনি যুগান্তর-ক্যামব্রিয়ানের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সরকার যেটি এখনও করতে পারেনি সেটি এখান থেকে শুরু হয়ে গেল। তিনি বলেন, আমরা সামগ্রিক শিক্ষার সঙ্গে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটারকে নিয়ে যৌথ আয়োজনে এ কর্মসূচি পরিচালিত হবে। এর মূল স্লোগান 'বিজ্ঞানমনস্ক হও এগিয়ে যাও'। তিনি বলেন, আমরা মনে করি, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এটাই দেশব্যাপী পদক্ষেপ। এ কর্মসূচি নতুন প্রজন্মের বেকারত্ব সমস্যার সমাধান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সত্যিকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক এআর খান বলেন, আপনি যদি বিজ্ঞানমনস্ক না হন তাহলে আপনি এক হাজার বিজ্ঞান বই পড়েও বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারবেন না। তিনি দুঃখ করে বলেন, বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রবণতা খুবই কম।

বিজ্ঞান অনেক বদলে দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্ষুদ্র মোবাইল ফোন দেখেন। এটি অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের তরুণদের আইকিউ অন্য যে কোন দেশের তরুণদের চেয়ে বেশি উল্লেখ করে এআর খান বলেন, এটার প্রমাণ হচ্ছে দেশের বাইরে যাওয়া বাঙালিরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। তিনি বলেন, আমরা যদি সুযোগ করে দিতে পারি তাহলে আমাদের তরুণরা অনেক কিছু করতে পারবে।

তিনি যুগান্তর-ক্যামব্রিয়ান কলেজের উদ্যোগকে একটি শুভ উদ্যোগ উল্লেখ করে বলেন, এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারবে। তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান লাভ করতে পারবে। তিনি বলেন, সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইন্টারনেট শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ ইন্টারনেটে এখন বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অধ্যাপক এআর খান বলেন, শিক্ষার ভেতরে যদি দুর্নীতি থাকে তাহলে উপায় কি? একজন শিক্ষক যখন ঘুষ দিয়ে শিক্ষকতা নিতে চায় তখন বুঝেন সে কেমন শিক্ষক। তিনি বলেন, শিক্ষা থেকে দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ তপনকান্তি সরকার তার বক্তব্যে বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ করার একটা সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে। এটিকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে। আর আমরা পিছিয়ে আছি। তারপরও এখন আমরা শুরু করেছি। এটি একটি ভালো দিক। তিনি বলেন, প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। বিশ্বের তিনটা দেশ এই মুহূর্তে প্রচুর রেমিটেন্স আয় করছে শুধু তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে। এর মধ্যে ফিলিপাইন সবার শীর্ষে। তিনি বলেন, আমাদের জনশক্তি আনস্কিল্ড। তাদের স্কিল করে তুলতে হবে। কাজে লাগাতে হবে। তপনকান্তি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দক্ষ জনবল দরকার। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আনতে হবে।

ক্যামব্রিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী বলেন, আমাদের জমি কমছে, বাড়ছে মানুষ। সে তুলনায় আমাদের অগ্রগতি হচ্ছে না। কারণ দেশের অর্ধেক মানুষ এখনও নিরক্ষর। তিনি বলেন, দেশের অগ্রগতির জন্য বিশাল জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে, প্রত্যয় থেকেই আমাদের এ কাজ। তিনি বলেন, সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা যুগান্তরের স্বজনরাই এ কর্মসূচিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যুগান্তর নির্বাহী সম্পাদক বলেন, আজ একটি ল্যাপটপই একটি বাংলাদেশ, একটি বিশ্ব। আর আজ থেকে শুরু হওয়া দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাসের মাধ্যমে আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে তথ্যপ্রযুক্তি পৌঁছে দিতে চাই।

ক্যামব্রিয়ান কলেজের চেয়ারম্যান লায়ন এমকে বাশার বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ কোন ব্যক্তির স্লোগান নয়। এটি কার্যকর করা সবার দায়িত্ব। দলমত নির্বিশেষে সবাই যেন এ দায়িত্ব পালন করে তার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকারের এ কর্মসূচি সফল করতে সাধারণ মানুষসহ সবার সহযোগিতা দরকার। তিনি বলেন, আমরা ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব নিয়ে দেশের সাড়ে ১৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাব। এর মধ্যে আমাদের গাড়ির সংখ্যাও বাড়বে।

স্বাগত বক্তব্যে যুগান্তরের উপ-সম্পাদক আবু হাসান শাহরিয়ার বলেন, বিজ্ঞান আমাদের অনেক ভালো কিছু দিয়েছে। আবার দুটি পারমাণবিক যুদ্ধ দিয়েছে। তারপরও আমরা বিজ্ঞানকে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। নতুন নতুন যা কিছু পাচ্ছি সবই বিজ্ঞানের কল্যাণে পাচ্ছি। তিনি বলেন, যুগান্তর দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাস স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। এ যাত্রায় যুগান্তর সঙ্গে পেয়েছে ক্যামব্রিয়ান কলেজকে।

এর আগে যুগান্তর-ক্যামব্রিয়ান দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাসের ধারণাপত্র উপস্থাপন করে যুগান্তরের আইটি বিভাগের ইনচার্জ তরিক রহমান বলেন, 'বিজ্ঞানমনস্ক হও এগিয়ে যাও'— এই স্লোগানকে ধারণ করে আমরা বিজ্ঞানমনস্কতার স্বার্থে তথ্যপ্রযুক্তিবান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছি। তিনি দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাসের ধারণা দিয়ে বলেন, এ কর্মসূচির প্রথমপর্বে দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের সবক'টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা হবে। পরে এ কর্মসূচি বিস্তৃত হতে থাকবে সারাদেশে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও অংশ নিতে পারবেন ক্যাম্পেইনে।

যেতে চাই। এখান থেকে আমরা সবাই উপকৃত হব, অনেক কিছু জানব।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি দূর করে একটা উন্নত বাংলাদেশ করতে চাই। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, জ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি অর্জন করা। সেই কাজটি এখন থেকে জোরেশোরে করতে হবে। নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আমাদের দেশে এতদিনেও একটা ভালো শিক্ষানীতি নেই। এক সরকার আসে তো একটা শিক্ষানীতি করে। আবার আরেক সরকার আসে তো সেটি বাতিল করে নতুন করে আরেকটা শিক্ষানীতি করে। এতে কাজের কাজ কিছুই হয় না। বরং এতে করে সময় নষ্ট এবং জনগণের অর্থের অপচয় হয়। তিনি বলেন, আমরা একটা যুগোপযোগী শিক্ষানীতি করার জন্য একটি কমিটি করে দিয়েছি। কমিটির কাছ থেকে চূড়ান্ত শিক্ষানীতিটি পাওয়ার পর আমরা সেটি প্রয়োগ করে যেতে চাই। ভালো-মন্দ যাই হোক দেখে যেতে চাই। আরেক সরকারের ওপর দায় চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যয়বহুল। সে ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও অনেক দরিদ্র ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছে। তিনি বলেন, আমাদের উচ্চশিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন আছে। তাই উচ্চশিক্ষার মানকে আরও ভালো করতে হবে এবং বিশ্বমানে নিয়ে যেতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে শতকরা নয় ভাগ শিশু স্কুলে যায় না। আর বাকি ৯১ ভাগের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হওয়া ৪৮ ভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পার হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে। তিনি বলেন, এ বিষয়ের দিকে আমাদের আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে।

মাধ্যমিক খুবই অবহেলিত উল্লেখ করে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এখানকার অবস্থা হচ্ছে এরকম যে, চলছে তো চলছেই। এ নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা নেই। তিনি এ জায়গাটিতে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য জোর দিয়ে বলেন, মাধ্যমিকে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে। শিক্ষকদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকরা হচ্ছেন শিক্ষার নিয়ামক শক্তি। জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষক হচ্ছেন মূল চালক। শিক্ষকরাই ভবিষ্যতের জন্য নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলবেন। কারিগরি শিক্ষার কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ তার শতকরা দুই ভাগ হচ্ছে কারিগরি খাতে। কিন্তু এই দুই ভাগও খরচ হয় না। গত অর্থবছরে খরচ হয়েছে মাত্র এক দশমিক ৫ ভাগ। তিনি বলেন, এ জায়গাটায় মৌলিক পরিবর্তন দরকার।

যুগান্তর সম্পাদক ও প্রকাশক অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম এমপি বলেন, দৈনিক যুগান্তর শুধু সংবাদপত্র নয়, এটা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যুগান্তর শুধু পরিবর্তনের কথা বলে না। যুগান্তর পরিবর্তনের জন্য কাজ করায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, আমরা মনে করি বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার এ সত্যকে উপলব্ধি করেছে বলেই ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছে। আর দৈনিক যুগান্তর এই সত্য অনুধাবন করেই দশ বছর ধরে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে নিয়মিত বিভাগ প্রকাশ করে আসছে। তিনি বলেন, যুগান্তর মনে করছে বিজ্ঞানমনস্ক ও তথ্যপ্রযুক্তি সচেতন প্রজন্ম উপহার দিতে পারলেই একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। তাই যুগান্তর-ক্যামব্রিয়ান কলেজ দেশব্যাপী ডিজিটাল ক্যাম্পাস একটি মোবাইল কম্পিউটার ল্যাব নিয়ে দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটে যাবে। তাদের হাতে-কলমে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দিয়ে আগামীর জন্য একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

যুগান্তর সম্পাদক সালমা ইসলাম বলেন, দৈনিক যুগান্তর-ক্যামব্রিয়ান কলেজের

শিক্ষায় নতুন নতুন বিষয় যোগ হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা যদি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের সামনে আর কোন সমস্যা থাকবে না।

দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাস একটি ভালো উদ্যোগ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটার, ইন্টারনেট সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি বলেন, যেসব স্কুল-কলেজে কম্পিউটার নেই, কিংবা কিনতে পারে না, সেসব প্রতিষ্ঠানকে এক বা দুটি করে কম্পিউটার কিনে দেয়া যেতে পারে। করুণাময় গোস্বামী বলেন, সরকার যে ডিজিটাল বাংলাদেশের চিন্তাভাবনা করছে তার সঙ্গে যদি এভাবে বেসরকারি উদ্যোগ যুক্ত হয় তাহলে তো খুবই ভালো হয়।

যুগান্তরের নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল আলম বলেন, যুগান্তরকে আমরা শুধুমাত্র একটা পত্রিকা হিসেবে ব্যবহার করিনি। আমরা মনে করি, জনগণের প্রতি, মানুষের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, সারাদেশে যুগান্তরের এক লাখ স্বজন রয়েছে। এই একঝাঁক টগবগে তরুণই আমাদের কাজের প্রাণ। এই তরুণদের সঙ্গে নিয়েই যুগান্তর এর আগে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। স্বজনরা এক লাখ চিঠি সংগ্রহ করেছেন। সেগুলো বিভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলোতে দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে যেসব দেশ জলবায়ুর এ ক্ষতিকর পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

সাইফুল আলম বলেন, আমরা মনে করি আমাদের কাজ শেষ হয়নি। তাই আজ আমরা দেশজুড়ে ডিজিটাল ক্যাম্পাস শুরু করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সহযোগিতা করব সেই